পাগলীর গল্প

আকাশ জুড়ে জমছে মেঘ
মনের ভেতর আলো
পাগলী তখন জানতে গেলো -
কে নেভালো আলো?

মেঘ বললেই বৃষ্টি-জল
বুকের ভেতর ছলাৎছল
নৌকো ভাসায় ছোট্ট মেয়ে
বৃষ্টি কত ভালো,
পাগলী তখন জানতে গেলো -
কে নেভালো আলো?

বৃষ্টি পড়ে টিনের চালে
শান দেওয়া কোন ব্রত পাথরে
শান্ত কোন নদীর কোলে
দুলছে যেন শহর
পাগলী - কেন শুনিস না তুই
বৃষ্টি পড়ছে খবর?

বৃষ্টি ঝরছে টাপুরটুপুর
পাতায় পাতায় স্নান
রাস্তা পেরোয় ভিজে কুকুর
মেঘমল্লার গান।
পাগলী তখন হাপুস জলে
আলোর টুকরো খুঁজবে বলে
যেই না দিল ঝাঁপ -
সূর্য তখন জ্বালিয়ে আলো
বৃক্ষ ছায়ায় ঘুরে ঘুরে
চাইলো মৃত্যু মাফ।।

দেবাশীষ

সান্ত্বনা ও প্রলাপ

আজকে আসলে লজ্জা চাইছো তুমি
আমাকে তাই বললে - 'বিদায়, এসো',
মুখ থেকে মুছে শুকনো রক্তদাগ
অশ্রুনদীতে নিজেকেই ভালোবেসো।

সকাল দেখেছি, ভোর নয় বহুদিন
চাঁদের বুড়িটা বুড়িয়েছে আরো কিছু
বাঁশরিয়া কবে হারিয়েছে তার বিন
অন্ধকারে আর হাঁটবোনা তোর পিছু।

আজকে না হয় বললে আমায় 'থামো'
বিপন্ন হোক হাজার হাস্যরোল
এস্কেলেটরেসহজে পাতালে নেমো
পেয়ে গেলে ভালো সিক্ত নিবিড় কোল।

হাতছানি দেয় ঘরে শুয়ে থাকা মন,
বাইরে এখন অবিশ্বাসের ঝড় -
নিজের বুকেই কানপেতে তুই শোন
ভাঙছি আমরা, ভাঙছে আমার ঘর।

দূরে কাঁপে দেখো বিহ্বলতার শোক
সূর্যাস্তেরা ঐ দিকে হেঁটে যায়,
নিঃসঙ্গতার শপথ নেয়নি কেউ
স্বপ্নস্মৃতিরা মিথ্যে ভরাতে চায়।

তাই পৃথিবীকে ধরি নিজ করপুটে
বানিয়ে তুলব নতুন কাম্যলোক,
সমমিতা তোর হাসিতে ফুটুক ফুল
মৃত সৈনিক ভুলে যাক বীতশোক।

সমমিতা আর কেঁদোনাকো কোন দিন,
সহানুভূতিরা দিব্য চক্ষু পাক,
সন্ধ্যে নামুক তোমার বারান্দায় -
জোনাকীরা আজ তোমার ঘরেই যাক।।

দেবাশীষ